চাই সুন্দর চরিত্র

চরিত্র কী?

চরিত্র শব্দটি চরিত থেকে এসেছে। এর অর্থ হল জীবনাচার। যেমন: সাহাবীদের জীবনী সংক্রান্ত বইয়ের নাম রাখা হয়েছে 'সাহাবা চরিত'। অর্থাৎ সাহাবীদের জীবনী বা সাহাবীদের জীবন কথা। চরিত্রের আরবী হচ্ছে খুলুকুন বহুবচনে আখলাক। এর অর্থ হচ্ছে স্বভাব চরিত্র অভ্যাস ও শিষ্টতা। সুতরাং আমরা বলতে পারি 'জীবনের সামষ্টিক কর্মকান্ডের অপর নাম হচ্ছে চরিত্র'। অন্যভাবে বলা যায় 'মানব জীবনের তামাম আচার-আচরণ ও কর্মকান্ডের যোগফলই হচ্ছে চরিত্র।

উত্তম চরিত্র:- ভালো, সুন্দর ও অনুপম চরিত্রকে উত্তম চরিত্র বলে। আরবীতে একে হুসনুল খুলুক বলে। ইংরেজীতে একে বলে Good Character,Good Behavior,Good Manner ইত্যাদি। রাসুল করিম (সাঃ) উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বলেন- নেকীর অপর নামই হল উত্তম চরিত্র (মুসলিম)। ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞগণ সুন্দর চরিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- চরিত্রই হচ্ছে দ্বীন। চরিত্রের দিক দিয়ে যিনি তোমার চাইতে বেশী অগ্রসর দ্বীনের দিক দিয়েও তিনি তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর। (মাদারিজুস সালেকীন লি ইবনে কাইয়্যেম)

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি হাদীস উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেছেন, আমাকে (শাসক হিসাবে ইয়েমেনে পাঠাবার সময়) ঘোরার রেকাবে পা রাখা অবস্থায় রাসুল করিম (সাঃ) শেষ উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন "হে মু'আয! লোকদের সামনে স্বীয় চরিত্রের সর্বোত্তম নমুনা পেশ করবে।" (মু'আত্তা ইমাম মালিক) উত্তম চরিত্রের বদৌলতে বেশীর ভাগ লোক জান্নাতে যাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কি জানো কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে?" সাহাবীগণ বলেন 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তিনি বলেন, দুটি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান (২) মুখ। অপরদিকে কোন জিনিসের বদৌলতে অধিক লোক জান্নাতে যাবে? আল্লাহর ভয় ও উত্তম স্বভাব চরিত্রের কারণে। (আল আদাবুল মুফরাদ-ইমাম বুখারী হাদীস নং ২৮৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে সেই লোকটিই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম

(বুখারী)। মিযানে সর্বাপেক্ষা ভারী জিনিসের নাম হচ্ছে উত্তম চরিত্র: পরিমাপ দন্ডে কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র অপেক্ষা ভারী জিনিস আর কিছু নয়। (তিরমিযী)

যে সব বিষয়গুলো উত্তম চরিত্রের প্রাসাদকে মজবুত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে:

সত্যবাদিতা: আল্লাহ পাক বলেন, হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। (সুরা আত তওবা ১১৯) রাসুল (সাঃ) বলেন 'তোমরা সদা সত্য কথা বলবে। নিশ্চয়ই সত্য কথা নেক কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং নেক কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

সবর তথা ধৈর্য্য: আল্লাহপাক বলেন, "হে ঈমানদারগণ, সবরের পথ অবলম্বন করো, ধৈর্য্য ধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো এবং বাতিলের মোকাবিলায় দৃঢ় থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।" (আলে ইমরান ২০০)

ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা: ভারসাম্য তথা মধ্যমপন্থা অবলম্বন এমন সৌন্দর্য যা জীবনের প্রতিটি আচার আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল কুরআনেও প্রতিটি কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং কঠোরতা ও শিথিলতার দু'প্রান্তিক অবস্থা পরিহার করে চলার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন:

নামাজে ভারসাম্য রক্ষাঃ ‘(হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ বলেই ডাক, বা রাহমান বলেই ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন, সব ভালো নামই তাঁর। আপনার নামাজ অনেক উচুঁ আওয়াজেও পড়বেন না, আবার খুব নিচু আওয়াজেও নয়। এ দুয়ের মাঝামাঝি পথই ধরুন’। (সুরা বনী ইসরাঈল ১১০)

দান-সদকায় ভারসাম্য রক্ষা করাঃ ‘তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখ না, আবার একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না। তাহলে তুমি নিন্দার পাত্র ও অক্ষম হয়ে পড়বে’। (সুরা বনী ইসরাঈল ২৯)

খরচে ভারসাম্য রক্ষাঃ ‘যারা যখন খরচ করে তখন বেহুদা খরচ করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং তাদের খরচ এ দুটো চূড়ান্ত সীমার মাঝামাঝি থাকে’। (সুরা ফুরকানঃ ৬৭)

চাল-চলনে ভারসাম্য রক্ষাঃ ‘তোমার চাল-চলনে মধ্য পন্থা গ্রহন কর এবং তোমার আওয়াজকে নিচু কর। সব আওয়াজের মধ্যে বেশী খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ’। (সুরা লোকমান:১৯) বলা হয়েছে, “এভাবে তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হল” (বাকারা ১৪৮)।

ইহসানঃ অপরের সাথে সদাচরণ, আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এবং অপরকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়াকে ইহসান বলা

হয়। “আল্লাহ তোমাদের ন্যায়বিচার ও ইহসান করতে আদেশ করেছেন। (সূরা আন নাহল :৯০)

অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া: আল্লাহ পাক বলেন, “নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তারা অপরকে অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যাদেরকে মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফল।” (সুরা আল-হাশর ৯) হিজরতের পর মদীনার আনসারগণ নিজেদের শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদের যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আন্তরিক ছিলেন তার নজীর গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

লজ্জা: লজ্জা মানুষের স্বভাবজাত সৌন্দর্য, যা তাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। রাসুল (সাঃ) পবিত্র পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতেও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম) লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

লজ্জাস্থানের হেফাজত: সফল ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ পাক বলেন, “তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।” (সুরা মুমিন ৫) আল্লাহ পাক আরো বলেন, “অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেয়ো না, চাই তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে।” (সুরা আন’আম: ১৫১) শালীন পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে নবী করীম (সা:) বলেন,

হে কুরাইশ যুবকেরা, তোমরা ব্যভিচার করো না। যারা নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার সাথে যৌবন অতিবাহিত করবে তারা জান্নাতের মালিক হবে। (বায়হাকী থেকে যাদেরাহ হাদীস নং-১১৩)

আমানতদারী: সকল প্রকার আমানতই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধন-সম্পদের দায়িত্বের প্রতিশ্রুতির, কথাবার্তার, সন্তান-সন্ততির, মতামত তথা ভোট প্রদানের আমানত। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (সুরা নিসা ৫৮) রাসুল (সাঃ) বলেন, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। (আহমদ বাযায, তাবরানী)

ওয়াদা তথা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা: আল্লাহ পাক বলেন, "প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। অবশ্যই (ওয়াদা) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (বনী ইসরাইল ৩৪) "সৎ লোকতো তারাই যারা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করে।" (আল বাকারা ১৭৭)

সত্য প্রকাশ করে দেয়া: "হে নবী তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ করে দাও।" (হিজর ৯৪)। 'তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করে না।' (মায়েদা ৫৪) রাসুল (সা:)

বলেন, ‘যালিম শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ।’ (তিরমিজি)।

বীরত্ব ও সাহসিকতা: ভীরু ও কাপুরুষদের জন্য সত্যের পথে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। বিপদের ঘনঘোর অন্ধকারেও মুমিনরা ঘাবড়ে যায় না বরং তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় আল্লাহপাক বলেন, যাদের কে লোকেরা এই বলে সংবাদ দিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্য জড়ো হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো, তখন তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেলো এবং বললো আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।” (আলে ইমরান ১৭৩)

অল্পে তুষ্টি: “আমি এদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে পরীক্ষার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ বিলাসের উপকরণ দিয়েছি, তুমি সে দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া জীবিকা এর চেয়ে উত্তম ও স্থায়ী।” (ত্বাহা ১৩১)

দানশীলতা: মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ পাক বলেন, “যারা তাদের ধন সম্পদ দিনরাত প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তাদের প্রতিফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।” (বাকারা ২৭৪)।

ক্ষমা: আল্লাহ সে সমস্ত মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা রাগ হজম করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। (সুরা আল ইমরান ১৩৩-১৩৪)

ক্রোধ সংবরণ: আল্লাহ পাক বলেন, “যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং অন্যের দোষক্রটি মাফ করে দেয়, আল্লাহ এ ধরনের সৎ লোকদের অত্যন্ত ভালোবাসেন।” (আলে ইমরান ১৩৪),বদ মেজাজী লোককে কেউ পছন্দ করে না। রাগ মানুষকে অনেক সময় সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

সহনশীলতা: কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও নিজেকে সামলে রাখা,প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সহনশীলতা বলে। এটি মহান আল্লাহর একটি গুণ এবং আম্বিয়া কিরামও এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন, “ইব্রাহীম বড় সহনশীল-ধৈর্য্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী ছিলেন, সন্দেহ নেই।” (সুরা হুদ ৭৫)

বিনয় নম্রতা, কোমলতা: মানুষের আচার আচরণ মূলতঃ তার ব্যক্তিত্বের দর্পন স্বরূপ। আচার আচরণ দেখেই তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চাল চলনেই তাদের অন্তরের নম্রতা কোমলতা ও বিনয় স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহর মেহেরবাণীতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েছেন।" (আল ইমরান ১৫৯)

ভালো আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণের মোকাবিলা করা: আল্লাহ পাক বলেন, "ভালো ও মন্দ সমান নয়। ভালো দিয়েই মন্দের মোকাবেলা করো। তখন দেখবে যে তোমার শত্রু সেও প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এ গুণ তাদেরই নসীব হয় যারা ধৈর্যশীল। আর এ গুণের অধিকারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।" (হা মীম আস-সাজদা ৩৪-৩৫)

আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্য: আল্লাহ মুমিন চরিত্রের চিত্র অংকন করে বলেন, "তারা যখন অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে যায় তখন ভদ্র মানুষের মতোই অতিক্রম করে।" (ফুরকান ৭২) মুমিনরা অর্থহীন কাজে জড়িয়ে পড়ে না বরং ভদ্রতার সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেন।

আদল ও ইনসাফ: আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সাথে। আল্লাহ পাক বলেন, "আর যখন কথা বলবে তখন ইনসাফের কথাই বলবে, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন।" (আনআম ১৫২)

মুসলমানদের পারস্পরিক জীবনে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার তা নিম্নরূপ: (১) ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা

(২) একে অপরকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা, (৩) কেউ কারো সম্মানহানি না করা, (৪) কাউকে তুচ্ছ মনে না করা, (৫) কারো মনে কষ্ট না দেয়া, (৬) কাউকে দোষারোপ না করা, (৭) বিকৃত নামে না ডাকা, (৮) কুধারণা থেকে বিরত থাকা, (৯) দোষ খোঁজার জন্য কারো পিছনে না লাগা (১০) গীবত না করা (১১) চোগলখুরী থেকে বেঁচে থাকা, (১২) ভ্রাতৃত্ববোধ বা ভাই ভাই হয়ে থাকা, (১৩) পরস্পর লড়াই ঝগড়া হলে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দেয়া, (১৪) অত্যাচারীকে রুখে দাঁড়ানো, (১৫) ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা, (১৬) সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন, (১৭) সৎ কাজে উৎসাহ প্রদান করা, (১৮) অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, (১৯) মিষ্টভাষী হওয়া, (২০) সভা সমাবেশে অপরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া, (২১) অন্যায়কে সমর্থন না দেয়া, (২২) একে অপরের জন্য দু’আ করা, (২৩) অপরকে সালাম দেয়া, (২৪) উত্তমভাবে সালামের জওয়াব দেয়া, (২৫) জানাযার নামাযে শরীক হওয়া।

যে বিষয়গুলো উত্তম চরিত্রের প্রাসাদকে ধ্বংস করে দেয় তার বিবরণ:

মিথ্যা: আল্লাহ পাক বলেন, “মিথ্যা বলা পরিহার করো (সুরা হজ্জ:৩০) “তার উপর আল্লাহর লানত যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।” (আন-নুর:৭) সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা

মানুষকে ধ্বংস করে। রাসুল (সাঃ) বলেন, “সবচেয়ে বড় গুনাহ হল, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা।” (বুখারী ও মুসলিম)

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাঃ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট হল ওয়াদা করে ভঙ্গ করা। আর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হল ওয়াদা রক্ষা করা। আল্লাহ পাক বলেন,“এরই পরিনতিতে তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থান করে নিয়েছে সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। কারণ তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করে এবং মিথ্যা বলে।” (আত তওবা ৭৭)

খিয়ানত করাঃ আল্লাহ পাক বলেন, “হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে এবং তোমাদের কাছে যে আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করো না।” (আনফাল ২৭)

অহংকার করাঃ অহংকার পতনের মূল, অহংকার আল্লাহর গায়ের চাঁদর। যে ব্যক্তি আল্লাহর চাঁদর নিয়ে টানাটানি করবে, তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ পাক বলেন, “জমিনে অহংকার করে চলো না। তুমি না জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে আর না উচ্চতায় পাহাড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।” (বনী ইসরাইল ৩৭)

আত্মপবিত্রতার দাবী করা: নিজেকে ভালো মানুষ পবিত্র মানুষ বলে দাবী করা শয়তানের অভ্যাস। আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা আত্মপবিত্রতার দাবী করে বেড়িয়ো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালোই জানেন।" (আন নজম ৩২)

দুমুখোপনা: এরূপ জঘন্য চরিত্র হচ্ছে মুনাফিকদের। মুমিনের চরিত্রের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। আল্লাহ পাক বলেন,"যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, বলে আমরাও ঈমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের নেতাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। তাদের সাথে শুধু ঠাট্টা মশকারা করে থাকি।" (আল বাকারা ১৪)

হিংসা: আল্লাহ পাক বলেন, "তারা কি অন্যের প্রতি এজন্য হিংসা করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে ধন্য করেছেন?" (নিসা ৫৪)

কৃপণতা: আল্লাহ পাক বলেন, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেন তাতে তারা কৃপণতা করে। তারা যেন কৃপণতাকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। এটি তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃপণতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে। (আলে ইমরান ১৮০)

অপব্যয়ঃ আল্লাহ পাক বলেন, “তোমরা অপব্যয় করো না, যারা ধন-সম্পদ অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।” (বনী ইসরাইল ২৬-২৭) অন্যায় কাজে, অবৈধ কাজে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি পয়সা ব্যয় করাও অপব্যয়ের শামিল।

যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা যৌন বিকারঃ আল্লাহ পাক বলেন, “তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়োনা। ওটা একটা অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পন্থা।” (সুরা বনী ইসরাইল) রাসুল (সাঃ) বলেন, “কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময়ে মুমিন অবস্থায় থাকে না।” (বুখারী ও মুসলিম) সমকামিতা, যৌনবিকার জঘন্যতম অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। এদের জন্য কঠিন আযাবের হুশিয়ারী এসেছে।

প্রতারণা, ধোকাবাজি, ছলচাতুরীঃ রাসুল (সাঃ) বলেন, ষড়যন্ত্রকারী ও ধোঁকাবাজদের স্থান জাহান্নামে। (কিতাবুল কাবায়ের) এই বৈশিষ্ট্যগুলো মুনাফিকদের। আল্লাহ পাক বলেন, “তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে।” (আল কুরআন) মুমিনরা যে কোন ধরনের প্রতারণা, জালিয়াতি, ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী, ষড়যন্ত্রের মত জঘন্য অপরাধ থেকে তারা নিজেদেরকে হেফাজত করবে।

চরিত্র গঠনের উপায় উপাদান

চরিত্র গঠনের উপায় উপাদানের ব্যাপারে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ্যযোগ্যঃ হযরত আবু যর (রা:) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে খোদাভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, এটা তোমার সকল কাজ কর্মকে সুন্দর করে দেবে। আবু যর (রা:) বলেন, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন, কুর'আন পড়া ও মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার যিকির করাকে নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নাও। কারণ, এর কারণে তোমাকে আকাশে স্মরণ করা হবে এবং পৃথিবী তোমার জন্য আলো হবে। আবু যর (রা:) বললেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। রাসুল (সা:) বলেন, অধিক নীরবতা পালন করবে অর্থাৎ কম কথা বলবে। কেননা নীরবতা তথা কম কথা শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং তোমার দ্বীনি কাজে সহায়ক হবে। আবু যর (রা:) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল। আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তিক্ত হলেও হক, সত্য ও ন্যায় কথা বলবে। আবু যর (রা:) বললেন আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করো না। আবু যর (রা:) বললেন, আমাকে আরো উপদেশ দিন। রাসুল (সা:) বললেন, যখন তোমার অন্তরে অপরের কুৎসা রটনা করার ইচ্ছে হবে, তখন

এই চিন্তা করে এই খারাপ কাজটি থেকে বিরত থাকবে যে, তোমার মধ্যে ত্রুটি আছে যা তুমি স্বয়ং জানো। (উপরোক্ত হাদীসটি বায়হাকী থেকে মেশকাতে- হাদীস নং ৪৬৩২)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে চরিত্র গঠনের উপায় হিসাবে যা পাওয়া যায়। তা নিম্নরূপঃ

১. তাকওয়া তথা খোদাভীতি ২. কোরআন অধ্যয়ন ও যিকির, ৩. কম কথা বলা, কম হাসা ৪. সত্য ও ন্যায় কথা বলা ৫. আল্লাহর পথে কাজ করতে কাউকে পরওয়া না করা ৬. নিজের ত্রুটির দিকে তাকিয়ে অন্যের ত্রুটি বর্ণনা ত্যাগ করা। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনঃ

৭. মজবুত ঈমানঃ ঈমান হতে হবে পাহাড়ের মত অটল অবিচল। আল্লাহ পাক বলেন যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহ কে বেশী ভালবাসে। (আল-কুরআন, সুরা বাক্বারা-১৬৫) যার ঈমান যত সুন্দর ও মজবুত, তার চরিত্রও তত সুন্দর ও উন্নত। একজন মজবুত ঈমানদার ব্যক্তিই পারেন সকল কিছুর মোকাবেলায় নিজের চরিত্রকে উন্নত, মহান, ভালো ও সুন্দর করতে।

৮. নামাজঃ আল্লাহ পাক বলেন, “নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে” (আল-কুরআন, সুরা আনকাবুত-৪৫) এজন্য যথারীতি, যথা নিয়মে, সুন্দরভাবে,

আদবের সাথে, আন্তরিকভাবে, বিনয় ও নম্রতা সহকারে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের চেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। ***যাকাত আদায়,রোযা পালন ও হজ্ব আদায়ের মাধ্যমেও চরিত্র সুন্দর হয়।***

৯. মৃত্যু ও আখেরাতের জবাবদিহির ভয়ঃ মৃত্যু ও আখেরাতের জবাবদিহির ভয় মানুষের চরিত্রকে সুন্দর ও উন্নত করে। এক প্রশ্নের উত্তরে নবী করিম (সাঃ) বলেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সর্তক ব্যক্তি। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয় লাভ করতে পারবে। (ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তাবরানী ও মু'জামুল সগীর)।

উত্তম চরিত্রের সর্বোত্তম মডেলঃ উন্নত, মহান ও উত্তম চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম মডেল হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)। আল্লাহ পাক বলেন, “নিশ্চয়ই হে নবী আপনি উন্নত মহা চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত” (সুরা ক্বলম)। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে সামনে রেখে নিজেদের জীবন গঠন করতে হবে। চরিত্রকে উন্নত, উত্তম ও সুন্দর বানাতে হবে।

নিজের চরিত্র সুন্দর ও উত্তম কিনা তা বুঝার উপায়ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে সেই ব্যক্তিই চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম

যিনি নিজের স্ত্রী, আপনজন-কাছের লোক, প্রতিবেশী অধীনস্থ কাজের লোক ও সফর সঙ্গীদের কাছে উত্তম।

উত্তম অনুপম চরিত্রের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা: হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স:) আয়নায় চেহারা মুবারক দেখাকালে বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা কামা-হাসসান্তা খালক্বী-ফাহাসসিন খুলুক্বী" হে আল্লাহ! আমার দৈহিক গঠন যেমন সুন্দর করেছো, তেমনি আমার চরিত্রকে সুন্দর করো। (আল আ'দাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৫০৬)।

উপসংহার: উত্তম চরিত্রের মূল' কথা হল, কথায় কাজে মিল রাখা। ঘরে-বাহিরে, মসজিদে-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে, কাজ-কারবারে, লেনদেন, উঠা-বসায়, ভিতরে-বাহিরে, জীবনের সকল অঙ্গনে, সমস্ত বিষয়ে, সব সময়ে, সৎ চরিত্রের অভিন্ন নমুনা পেশ করতে হবে। এমন যেন না হয় ঘরের ভিতরে এক চরিত্র, বাহিরে আরেক; মসজিদে এক চরিত্র: বাজারে আরেক। আসুন উন্নত, উত্তম ও সুন্দর চরিত্র গঠনের মাধ্যমে রাসুল (সা:) এর প্রিয়ভাজন হই, আল্লাহর জান্নাতে নিজেদের ঠিকানা গড়ে তুলি।

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) মানুষের চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চরিত্র গঠনের এই সুন্দর সংগঠনে আপনিও আমন্ত্রিত।

Muslim Ummah of North America (MUNA)

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)

P.O. Box 80085 Brooklyn, NY 11208
Tel: 718.277.7900, Fax: 718.277.7901
www.MuslimUmmah.org